উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৭
সংখ্যা ১
জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮

নারী উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়

ঘাসফুল আয়োজিত নারী দিবসের আলোচনা সভায় বক্তাদের অভিমত

সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হাসিনা আখতারী এবং পাশে সভায় উপস্থিত মহিলাদের একাংশ

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সুই কারখানার নারী শ্রমিকেরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম আন্দোলনে নেমেছিলেন। এই নারী শ্রমিকেরাই ১৮৬০ সালে নারীদের জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলে। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সাম্যবাদী নারীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণার প্রস্তাব রাখেন জার্মান নেত্রী ক্লারা জেৎকিন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ ঘোষণার পর থেকে সারা বিশ্বব্যাপী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবারের মত এবারো বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায়

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘাসফুলের এম আর এ সনদ লাভ

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদীহিতা নিশ্চিত করণার্থে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের দক্ষ নিয়ন্ত্রনের নিমিত্তে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারিটি অথরিটি প্রতিষ্ঠা এবং আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন কল্পে একটি আইন প্রণীত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত ২০০৬ সনের ৩২ নং আইন ১লা শ্রাবণ, ১৪১৩ মোতাবেক ১৬ জুলাই, ২০০৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। এই আইন "মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারিটি অথরিটি আইন, ২০০৬" নামে অভিহিত হবে। এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ নং ধারায় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর ক অনুচ্ছেদে বলা হয় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও তাহাদের সার্বিক কল্যানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান ও বাতিলকরণ। এই আইনের অধীনে এবং ঘাসফুলের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত মার্চ ১৬, ২০০৮ তারিখে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারিটি অথরিটি ঘাসফুলকে এমআরএ সনদ প্রদান করেন।

সনদ নং : ০০৩৯৯-০১২০৯-০০১৬০

সিডরে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে ঘাসফুলের ত্রান তৎপরতা

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরের মধ্যরাতে সংগঠিত ঘূর্ণিঝড় সিডরের সেই ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে এখনও ভয়ে কেঁপে উঠে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা। প্রকৃতির সেই ভয়াবহতার কথা দেশের মানুষ হয়তো কখনোই ভুলতে পারবে না। সিডরের আঘাতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৯টি জেলায় ঘটেছিল স্মরণ কালের ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয়। এতদসত্বেও উপদ্রুত এলাকার মানুষের দৃঢ় মনোবল এবং সরকারী, বেসরকারী ও দাতা সংস্থা সমূহের ব্যাপক ত্রান কার্যক্রমের ফলে এই অঞ্চলের মানুষ আবার নতুন করে বসতি গড়ছে, দেখছে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর উদ্যোগে উপদ্রুত এলাকার মানুষের সাহায্যার্থে সংস্থার নিজস্ব তহবিল

লেঃ কর্ণেল শওকত আকতার এর কাছে ত্রাণসামগ্রী বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঘাসফুল পরিবারের সদস্যবৃন্দ

হতে নগদ আর্থিক সহায়তা দানের পাশাপাশি সংস্থার স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী ২৩ টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে পোশাক সংগ্রহ করে উপদ্রুত এলকার শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়। গত ২ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে লেঃ কর্ণেল শওকত আকতার, অধিনায়ক, ৪৩ রাইফেল ব্যাটেলিয়ান এর নিকট ১০৯০ পিস পোশাক বুঝিয়ে দেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম ও আনজুমান বানু লিমা এবং ঘাসফুলের মনিটরিং অফিসার জহিরুল আহসান সুমন।

বাঙালি জাতির শত বছরের লালিত স্বপ্ন মহান স্বাধীনতা দিবস

যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৬ মার্চ উদ্‌যাপিত

চট্টগ্রাম এম.এ. আজিজ স্টেডিয়ামে মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণরত ঘাসফুল এন.এফ.পি.ই স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্র কাননে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের সাথে সাথে ভগিরথী নদীর কোলে অস্ত গিয়েছিল বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। সেই থেকে শুরু হয় বাঙালী জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অগণিত বাঙালী বুকের তাজা রক্ত দিয়ে গিয়েছেন প্রাণ প্রিয় এই মাতৃভূমিকে স্বাধীনতার সূর্য উপহার দেওয়ার জন্য। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ বেনিয়ারা এই দেশ ত্যাগ করার পরও

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ট্রেনিং, ওয়ার্কসপ ও সভা সমূহ

ঘাসফুলের বিভিন্ন শাখা সমূহের হিসাব রক্ষকদেরকে আরো ব্যাপক ভাবে দক্ষ এবং যুগোপোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে গত ৫ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে হিসাব রক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় যথাক্রমে ঘাসফুল মাদারবাড়ী -১,২,৫,৬ নং শাখা, ঘাসফুল কালারপোল, সরকার হাট, পতেঙ্গা, বহদ্দার হাট, চৌধুরী হাট, পটিয়া সদর, হালিশহর, হাটহাজারী সদর, চাদগাঁও, আনোয়ারা, নজুমিয়া হাট, অক্সিজেন, ফেনী এবং কুমিল্লা পদুয়ার বাজার শাখার হিসাব রক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় সহায়ক হিসাবে ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী। সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত কর্মশালার কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল। একই দিনে দুপুর ২.০০ ঘটিকা থেকে ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের শাখা ব্যবস্থাপক, এরিয়া ম্যানেজার এবং সহকারী পরিচালকদের উপস্থিতিতে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রতিবেদন ব্যবস্থাকে সকল শাখার কর্মকর্তাদের কাছে আরো সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে গত ১৯ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে এম.আই.এস (Management Information System) বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের বিভিন্ন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার, হিসাব রক্ষক ও এম.আই.এস কমকর্তাগণ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সহায়ক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার।

গত ১৮ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী এবং ২৪ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ পর্যন্ত মোট ৬ দিন ব্যাপী ঘাসফুল এনএফপিই (Non Formal Primary Education) স্কুলের শিক্ষিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৬ দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণে ১ম ও শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ডবলমুরিং থানার সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এস আর রাশেদ এবং ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা।

Training on "Advocacy: Concept and strategies for practical implications" বিষয়ক দিন ব্যাপী কর্মশালা গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন সংস্থা ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, ওয়াচ এর নির্বাহী পরিচালক নুর-ই-আকবর চৌধুরী, অর্সাদ এর নির্বাহী পরিচালক কামাল উদ্দীন আহম্মেদ, লিড এর নির্বাহী পরিচালক মহিউদ্দীন এনায়েত, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, লিড এর সমন্বয়কারী আব্দুল হাই, অর্সাদ এর প্রকল্প ব্যবস্থপক এস এম আব্দুল্লাহ আল মামুন, সমতার প্রকল্প কর্মকর্তা এ কে এম ইমরুল কায়েস, ওয়াচ এর সহকারী কর্মকর্তা মোহম্মদ সাইফুল ইসলাম, ইলমার আসগর হোসেন, সমতার প্রকল্প কর্মকর্তা চয়নিকা এবং ঘাসফুলের মনিটরিং অফিসার জহিরুল আহসান সুমন। উক্ত প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রকল্প (গর্ভানেন্স) ব্যবস্থাপক আবদুল্লা আল মামুন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করা হয়।

ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালকের কাছ থেকে সনদপত্র গ্রহণ করছেন ইলমা'র নির্বাহী পরিচালক জেসমিন সুলতানা পারু

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের সহায়কদের মাসিক রিফ্রেশার্স অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের ৫টি এডোলোসেন্ট সেন্টারের সহায়কগণ উক্ত রিফ্রেশার্সে উপস্থিত ছিলেন।

গত ১ মার্চ ২০০৮ তারিখে ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের শাখা ব্যবস্থাপক, এরিয়া ম্যানেজার এবং সহকারী পরিচালকদের উপস্থিতিতে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

"Logical frame work of child project" বিষয়ক কর্মশালা গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণমুলক পদ্ধতিতে পরিচালিত উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন সংস্থা ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, ওয়াচ এর নির্বাহী পরিচালক নুর-ই-আকবর চৌধুরী, অর্সাদ এর নির্বাহী পরিচালক কামাল উদ্দীন আহম্মেদ, লিড এর নির্বাহী পরিচালক মহিউদ্দীন এনায়েত, সমতার নির্বাহী পরিচালক মোমেনা আক্তার, ওয়াচ এর সমন্বয়কারী জোবায়ের রশীদ, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা এবং ইলমার আসগর হোসেন।

হালিশহর শাখার উদ্যোগে "নেতৃত্ব বিকাশ ও দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত"

গত ২৩ মার্চ ২০০৮ তারিখে ঘাসফুল হালিশহর শাখার উদ্যোগে শাখা কার্যালয়ে ঘাসফুল সমিতির সদস্যদের নিয়ে নেতৃত্ব বিকাশ ও দল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণে দল, দল গঠন, দলের গুণাবলী, নেতৃত্ব বিকাশ, নেতার গুনাবলী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট শাখার শাখা ব্যবস্থাপক, হিসাব রক্ষক, মাঠ কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সংশ্লিষ্ট শাখার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাজুল ইসলাম ও সংস্থার সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল।

অন্যান্য ট্রেনিং সমূহ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও জার্মান GTZ এর সহযোগিতায় "Basics on HIV/ AIDS related issued" প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল স্বাস্থ্য বিভাগের স্টাফ নার্স হোসনা বানু। বন্দর নগরী চট্টগ্রামের জিইসির মোড়ে অবস্থিত হোটল হারবার ভিউতে গত ১৫-১৭ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত "পলিসি এডভোকেসী এন্ড নেটওয়ার্কিং" বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন ঘাসফুলের জুনিয়র শিক্ষা অফিসার তাসলিমা আক্তার। সৈকত নগরী কক্সবাজারের হোটেল আলবাট্রসে গত ২৩-২৮ মার্চ ৬ দিন ব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮

সম্পাদকীয়

সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হোক নারীর যথাযথ অধিকার

মানব জীবনের সূচনালগ্নের প্রথম শিক্ষক এবং প্রথম পথ প্রদর্শক, তিনি আমাদের পরম মমতাময়ী মাতা, তিনি তো সেই নারী। নারীর উদরে মানব সন্তানের জন্ম, নারীর দুধ মানব জীবনের প্রথম খাদ্য, নারীর হাত ধরে মানুষ হাটতে শিখে, বাঁচতে শিখে। এত কিছুর পরও বলা হয় আমাদের এই দেশে নারীর কোন বাড়ি নেই। একজন কন্যা শিশু তার শৈশব, কৈশোর সহ বিয়ের আগ পর্যন্ত কাটায় বাবার বাড়ীতে, বিয়ের পরে স্বামীর বাড়ীতে এবং বৃদ্ধ বয়সে আশ্রয় পায় ছেলের বাড়ীতে। সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার জন্য এক জীবনে নারীকে কখনো বাবা বা ভাইয়ের উপর, কখনও স্বামীর উপর আবার কখনো সন্তানের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। সামাজিক অবস্থানে নারীকে নির্ভরশীলতার নিগড়ে বন্দী করে রাখাই যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান কাজ। কিন্তু সময়ের আবর্তনে সকলেই এক যোগে স্বীকার করে নিয়েছে দেশের প্রায় ৫০ ভাগ জনসংখ্যাকে নির্ভরশীলতার নিগড়ে বন্দী রেখে আর যাই হোক জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীরা ও এগিয়ে এসেছে নির্ভরশীলতার অভিশাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করে জাতীয় উন্নয়নে সাধ্যমত অবদান রাখার জন্য। কৃষি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে, কলকারখানার শ্রমিক, মাটি কাটা, পাথর ভাঙা সহ বিভিন্ন শ্রম সাধ্য কাজে নারী নিজেকে নিয়োজিত করছে। পাশাপাশি পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে নারীরা সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের মর্যাদাপূর্ণ আসনে নিজেদের অধিষ্ঠিত করছে। সামাজিক শত প্রতিবন্ধকতা সত্বেও নারী শিক্ষার হার বেড়েছে চোখে পড়ার মত। স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকটি উন্নয়ন সূচকে নারীর অগ্রগতি হয়েছে এটিও সত্য। এত কিছুর পরেও আমাদের সমাজে নারীর অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারিনা। আমাদের সংবিধানের ১০,২৭,২৮(১,২) অনুচ্ছেদে নারীর সমঅধিকার, ক্ষমতায়ন কিংবা সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণের কথা বলা হলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৫ সালে বিশ্ব নারী সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানগণ একমত হয়েছিলেন যে "মেয়েদের উন্নয়ন মানে সবার উন্নয়ন"। কিন্তু ঘোষণার সাথে বাস্তবতার রয়েছে বিশাল ফারাক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় শতকরা ৮০ ভাগ নারী আজও নির্যাতন, শোষণ, বৈষম্য, বঞ্চনা ও অশান্তির শিকার। বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশে ব্যক্তি মালিকানার জমির মধ্যে শতকরা ৩২ ভাগ নারীর নামে আছে। কিন্তু ভোগের হিসাবে এই হার আরো অনেক কম। বাংলাদেশে গত ২০ বছরে শ্রম বাজারে নারীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে কিন্তু এরা অধিকাংশই নিয়োজিত সস্তা শ্রমের ক্ষেত্রগুলোতে। পরিসংখ্যান বুরোর হিসাবে দেখা যায় একই শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরির মধ্যে পার্থক্য অনেক। ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নারীদের অংশগ্রহণ এতই নগণ্য যে এটিকে শতকরা হারে উল্লেখ করা যায়না। শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হলেও অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার অনেক বেশী। একটি কথা প্রণিধানযোগ্য ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দেড় কোটি নারীকে ঋণ প্রদানের ফলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি পূর্বের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। এবং একটি বিষয়ে অনেকেই মোটামুটি ভাবে একমত হয়েছেন যে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নারী উন্নয়নের প্রথম এবং প্রধান শর্ত। তাই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের পাশাপাশি শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, যাতায়াত ও যানবাহনের সুব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। বস্তুত নারী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত বিনিয়োগ, যা জাতীয় উন্নয়নের গতি তরান্বিত করার সাথে সাথে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়।

বিশ্ব খাদ্য সংকট

মৌলিক সংকটে পৃথিবী

• জহিরুল আহসান সুমন •

একবিংশ শতাব্দীর এই যুগে দাড়িয়ে আমরা যদি মানব সভ্যতার একদম শুরুর দিকে চোখ ফেরাই তাহলে দেখতে পাবো সেই যুগে মানুষ বনে জঙ্গলে বসবাস করত। বনের ফলমূল আহরণ ও পশুপাখি শিকার করে মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। পরিধেয় বস্ত্রের খুব একটা বালাই ছিলনা। রোগশোকের অনুভূতি বোঝার মতো ক্ষমতাও তাদের ছিলনা বললেই চলে। বড় বড় গাছের গোড়ালী কিংবা পাহাড়ের গুহা ছিল তাদের প্রধান বাসস্থান। শিক্ষা বলতে কোন জিনিসের প্রয়োজন তারা অনুভব করতনা। অর্থ্যাৎ বর্তমানে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মানুষের জন্য যে ৫ টি অধিকারকে অত্যাবশ্যকীয় অধিকার হিসাবে গণ্য করা হয় এগুলোর মধ্যে খাদ্যকে একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে বাদ বাকী কোনটিরই আদিম যুগের সেই প্রকৃতির সন্তানদের প্রয়োজন হতোনা। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করেই মানুষ প্রথম একতাবদ্ধ হতে শুরু করে এবং গড়ে তোলে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র। পৃথিবী নামক গ্রহের প্রকৃতির সন্তানগুলো হয়ে গেল রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্র নামক যন্ত্র নাগরিকদের জন্য ৫ টি মৌলিক অধিকারের কথা ঘোষণা করল। এই ৫ টি মৌলিক অধিকারের প্রথমটি হচ্ছে খাদ্য। আদিম প্রকৃতির সন্তানদের ১ টি মাত্র মৌলিক প্রয়োজন ছিল তা হল খাদ্য এবং বর্তমান রাষ্ট্রের নাগরিকদেরও মৌলিক অধিকারের প্রথমটি হচ্ছে খাদ্য। ভাবতে অবাক লাগে সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার যুগে দাঁড়িয়ে যখন মানুষ মঙ্গল গ্রহ জয়ের নেশায় মত্ত সেই সময়ে এসে মানব জাতি পড়ে গেল সভ্যতার প্রথম মৌলিক চাহিদা খাদ্য সংকটে।

গত ১ বছর ধরে সারাবিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানগণ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলোকে ঘুরে ফিরে একটি বিষয় ভাবিয়ে তুলেছে সেটি হচ্ছে নিজ দেশের নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুসারে গত ১ বছরে বিশ্ব জুড়ে চালের দাম বেড়েছে ৭৪ শতাংশ এবং ১০ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে নেমে গেছে চালের দাম বাড়ার কারণে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ১ বৎসরে খাদ্যপণ্যের মূল্য কমার কোন সম্ভাবনা নেই। মার্কিন কৃষি বিভাগের (ইএসডিএ) হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে চালের মজুদ আছে ৬ কোটি ৬০ লাখ টন, যা গত ২৫ বৎসরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০০৭ সালের এপ্রিলে বিশ্ববাজারে চালের দাম ছিল

টনপ্রতি প্রায় ৩ শত ডলার বর্তমানে বিশ্ব বাজারে চালের দর প্রায় ১ হাজার ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে। গমের দাম ২০০৭ সালের এপ্রিলে ছিল ১৮৫ ডলার এবং বর্তমানে প্রায় ৪০০ডলারের মত। বিশ্ববাজারের খাদ্যমূল্যের আকাশচুম্বী প্রভাব থেকে বাংলাদেশ ও রক্ষা পায়নি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর তালিকা অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে যে ৩৭ টি দেশ চরম খাদ্য সংকটে ভুগছে তার মধ্যে বাংলাদেশের নাম ও রয়েছে। কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্বেও অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ এবং কৃষিবান্ধব নীতির অভাবে বাংলাদেশ বরাবরই খাদ্য ঘাটতির দেশ। তার উপর বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন অনেকটাই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। গত বছর পর পর দুই দফা বন্যা ও ভয়াবহ সিডরের আঘাতের ফলে গত আউশ ও আমন মৌসুমে খাদ্য উৎপাদন ছিল লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় অনেক কম। তার উপর বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর চাল আমদানিকারক দেশ গুলো যে সব দেশ থেকে চাল আমদানি করে সেগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দেশ থাইল্যান্ডে সম্প্রতি ১ দিনেই চালের দাম বেড়েছে ৩০ শতাংশ। ২য় ও ৩য় শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ ভারত ও ভিয়েতনাম বিভিন্ন রকম শর্তআরোপ করে চাল রপ্তানি অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। কম্বোডিয়া ও মিশর যথাক্রমে আগামী ৪ ও ৬ মাস চালের রপ্তানী বন্ধ রাখবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। গমের ক্ষেত্রে দামের চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে প্রাপ্যতা। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ছাড়া আর কোথাও গম পাওয়া যাচ্ছেনা।

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

ক্লিনিক:

বিগত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ'০৮) স্থায়ী ক্লিনিক সেশন হয়েছে মোট ২৩ টি এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন হয়েছে ৪১টি। উক্ত সেশনগুলোর মধ্যে ২৯৭ জন শিশু সহ মোট ১৮১৫ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই):

বিগত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ'০৮) মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৯১৫ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ৩৩২ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৫৮৩ জন।

পরিবার পরিকল্পনা:

প্রতিবেদন কালীন সময়ে (জানুয়ারী-মার্চ'০৮) মোট গ্রহীতার সংখ্যা ১৮২৪ জন । তন্মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৬১৪ জন এবং পুরুষের সংখ্যা ১৮৩ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ইনজেকশন ২৯৩ জন, আইউডি ৪ জন, ইসিপি ২৪ জন এবং লাইগেশন ৭ জন।

নিরাপদ প্রসব:

বিগত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ'০৮) টিবিএ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরাপদ প্রসবের সংখ্যা ১৭৪ জন। তন্মধ্যে ৯০জন ছেলে এবং ৮৪ জন মেয়ে।

গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা:

বিগত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ'০৮) সর্বমোট ৩৪ টি গার্মেন্টস এর ৭৬১৩ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ছিল ১৮৯২ জন এবং মহিলার সংখ্যা ৫৭২১ জন।

ধাত্রী কর্মশালা অনুষ্ঠিত:

ঘাসফুলে কর্মরত ১৫ জন ধাত্রী নিয়ে গত মার্চ মাসে ত্রৈমাসিক ধাত্রী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ঘাসফুল গত এক দশক ধরে কর্মএলাকার নারীদের তথা পরিবারের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে সংস্থার সমগ্র কর্ম এলাকাকে ২৫টি শাখায় ভাগ করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নিম্নে সংস্থার মার্চ" ২০০৮ সনের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের তথ্যসমূহ দেখানো হলো:

বিষয়	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ(টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	১৮,৬৮৫	১৪,১৯৫	৭,১৮,১৬,১৬৭	৯৪,২৭,৯৭,০০০	৮৪,৯১,৪৩,১১২	৯,৩৬,৫৩,৮৮৯
গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ	৯,০৯০	৭,৩৩৪	১,১৭,৭১,১৭৯	১৩,০৪,০৭,০০০	৯,৪০,৪৯,৫৩৬	৩,৬৩,৫৭,৪৬৪
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	১,৭৭৩	১,৫৬৬	২,৭০,৮৯,৬০৩	১২,১৪,৫০,০০০	৭,৮৮,৪৩,০৫৮	৪,২৬,০৬,৯৪২
দৈনিক ঋণ	২,৮৭৩	১,৬৬৮	৯৫,২৫,৮৫৬	৭,৯০,৭৩,৪০০	৬,৫৪,৯৮,৪৭৭	১,৩৫,৭৪,৯২৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	--------	-------	----------	৪০,০১,০০০	৩৪,২০,৭০২	৫,৮০,২৯৮
অতি দরিদ্র ঋণ	১৬০	১২৬	২৪,০৮৫	৪,৫১,০০০	৫০,২৯৫	৪,০০,৭০৫
সর্বমোট	৩২,৫৮১	২৪,৮৮৯	১২,০২,২৬,৮৯০	১২৭,৮১,৭৯,৪০০	১০৯,১০,০৫,১৮১	১৮,৭১,৭৪,২২০

নারী দিবসের আলোচনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশে ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে পালিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০০৮। এবার দিবসটির প্রদিপাদ্য ছিল ''নারী ও কন্যাশিশুর উন্নয়নে বাড়াও বিনিয়োগ"। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে এই দিবসটি পালনের অংশ হিসাবে ঘাসফুলের কর্মএলাকা কাট্টলী নুরুল হক চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও নারীদের মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক হালিমা আখতারী, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার আরজু সাহাবুদ্দীন, ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য হাফিজুল ইসলাম নাসির, কাট্টলী নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জয়নাল আবেদীন চৌধুরী এবং স্থানীয় জনগনের পক্ষ থেকে মৌসুমী দত্ত ও ইয়াসমিন। সভায় নারী দিবসের বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হালিমা আখতারী বলেন, নারীর অধিকার আদায়ের জন্য নারী ক্ষমতায়নের কোন বিকল্প নেই। আর এই নারী ক্ষমতায়নের জন্য তিনি নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিথি নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ও অন্যান্য সমাজ সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভায় অন্যান্য বক্তারা নারীর

সভায় সভাপতি বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন নাহার রহমান পরাণ

অধিকার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশে নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরেন এবং অভিমত ব্যক্ত করে বলেন বর্তমানে বাংলাদেশে নারীরা সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলেও আমাদের দেশে নারীরা এখনো বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, এই বৈষম্য রোধ করতে হলে নারীদের যেমন এগিয়ে আসতে হবে তেমনি পুরুষদেরও যথাযথভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। সভায় বক্তাগণ জাতীয় উন্নয়নের জন্য নারী উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ঘাসফুল সমিতির সদস্য সহ এলাকার সর্বস্তরের নারী-পুরুষ এবং ঘাসফুলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা।

২৬ মার্চ উদ্‌যাপিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্বাধীনতার সূর্যের জন্য বাঙালী জাতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো দুই যুগ। ১৯৪৮,'৫২ পেরিয়ে'৫৪, ৬২, ৬৬, ৬৯, এবং ৭০ এর পথ বেয়ে আসে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। এই দিনে বাঙালী জাতি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর ট্যাংক, গোলা ও কামানের সামনে নিজের বুক পেতে দিয়ে বলেছিল আজ থেকে আমরা স্বাধীন। ভগিরথী নদীর কোলে স্বাধীনতার যে সূর্য অস্ত গিয়েছিল বুড়িগঙ্গার তীর ঘেষে বাঙালী জাতির সেই স্বাধীনতার সূর্য আবারো উদিত হলো দীর্ঘ ২১৪ বৎসর পর। স্বাধীনতার এই দিনে জাতি উৎসবের পাশাপাশি গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং বেদনার সঙ্গে স্মরণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদকে। দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস ২০০৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত চট্টগ্রাম এম.এ. আজিজ স্টেডিয়ামে যুব ও শিশু-কিশোর সমাবেশ, মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ অংশগ্রহণ করে। ছোট গ্রুপের ডিসপ্লেতে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের ৮৬জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার জনাব হোসাইন জামিলের কাছ থেকে ঘাসফুলের পক্ষে পুরস্কার গ্রহন করে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থী টুম্পা আক্তার ও আলমগীর।

ঘাসফুল সদস্য নুরনাহার এখন এক সফল উদ্যোক্তা

চট্টগ্রাম শহরের চকবাজারের উর্দু গলিতে স্থায়ী ভাবে বসবাসরত ৫ সদস্যের একটি পরিবার। পরিবারের সকল সদস্যই নিজ নিজ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। তাদের ঘরটিতে প্রবেশ করতেই সকলের মধ্যেই ভালোলাগার একটি অনুভূতি তৈরী হবে। সাজানো গোছানো একটি সংসার। মনে হয় কোন এক শিল্পী তার নিপুণ হাতে এই সংসারটিকে সাজিয়েছেন। প্রবেশ মুখেই চোখে পড়ে হরেক রকম মাছের সমাহারে একটি এ্যাকুরিয়াম। বসার ঘরের সোফার কাভার থেকে শুরু করে জানালার পর্দা, ফ্লোরে বিছানো কার্পেট সব কিছুতেই যেন নিপুনতার ছোঁয়া। বসার ঘরেরই এক কোনে তিন জন ১৯-২০ বৎসর বয়সী কিশোর আপন মনে শাড়ীর উপর কারচুপির কাজ করছে। আর এই বাড়ীর কর্ত্রী সময়ে সময়ে এসে বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে কাজের মধ্যে সহায়তা প্রদান করছে। অথচ আজ থেকে ১০ বৎসর আগেও এই পরিবারটি চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ছিল। বাড়ীর গৃহকর্তা আহম্মেদ নুর যখন ১৯৯৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন, তখন এই পরিবারটির অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। মরহুম আহম্মেদ নুর ছিলেন এক জন ঔষধ ব্যবসায়ী। তাঁর আয়েই পুরো পরিবারের জীবন-জীবিকা নির্বাহের কাজ সম্পাদন হতো। হঠাৎ করে আহম্মেদ নুর মারা যাওয়ার পরে পুরো পরিবারটি যেন অথৈই সাগরে পড়ে গিয়েছিল। এমনকি আহম্মেদ নুরের ছেলে মেয়েদের পড়ালেখা পর্যন্ত বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আহম্মেদ নুরের ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে পড়ালেখার পর্ব শেষ করে ৪ জনই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আহম্মেদ নুরের মৃত্যুর পরে যে পরিবারটি লাউয়ের ডগার মত নুয়ে পড়েছিল সেই পরিবারটিই আজ সাজানো গোছানো একটি বাগান। এই পরিবারটিকে যিনি ১২ বৎসরের ব্যবধানে আপন হাতের পরশে সাজিয়ে তুলেছেন তিনি হচ্ছেন এই বাড়ীরই গৃহকর্ত্রী নুরনাহার। নুরনাহার মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে স্বামী আহম্মেদ নুরের হাত ধরে চকবাজারের এই বাড়ীটিতে এসে উঠে। স্বামী আহম্মেদ নুর ছিলেন এক জন ফার্মেসী ব্যবসায়ী। স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় নুরনাহারকে কখনো পরিবারের ভরণ পোষণতো দুরের কথা, সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়েও চিন্তা করতে হতোনা। চিরায়ত বাংলার গৃহ বধুদের মতো নুরনাহার সারাদিন পরিবারের সদস্যদের জন্য রান্নাবান্না করা, পুরো সংসার গোছগাছ করা এবং সময় পেলেই পাশের বাড়ীর এক বিহারী মহিলার কাছ থেকে শাড়ী ও থ্রি-পিচের উপর কারচুপি বুনন, হরেক রকমের আচার তৈরীর কাজ শিখা। এভাবেই কাটত তার নানা রংয়ের দিনগুলি। কিন্তু হঠাৎ করে স্বামীর মৃত্যুর পরে নুরনাহার যেন চোখে সর্ষে ফুল

নিজের তৈরীকৃত পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন করছেন নুরনাহার

দেখতে লাগল। একদিকে সংসারের যাবতীয় খরচ অন্যদিকে মৃত স্বামীর দেনা শোধ করা। স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে নুরনাহার স্বামীর ব্যবসা বাণিজ্যের তেমন কোন খোজ রাখার প্রয়োজন মনে করতেন না। যার কারণে যাদের কাছে নুরনাহারের স্বামীর পাওনা ছিল তাদের কোন খোজ তিনি পেলেননা। কিন্তু যারা নুরনাহারের স্বামীর কাছে পাওনাদার ছিল তারা ঠিকই তাদের পাওনা আদায়ের জন্য তাগাদা দিতে লাগল। তাই নুরনাহার বাধ্য হয়ে স্বামীর গড়ে তোলা ফার্মেসী বিক্রি করে স্বামীর পাওনা পরিশোধ করে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে নুরনাহার চিন্তা করল যেভাবেই হোক তাকে এই সংসারের হাল ধরতে হবে। সন্তানদের পড়ালেখার পর্ব শেষ করে তাদেরকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। ছেলেমেয়েদেরকে কোন ভাবেই পিতার অভাব বুঝতে দেওয়া যাবেনা। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজ হাতে বিভিন্ন রকম পণ্য সামগ্রী তৈরী করে বিক্রির ব্যবস্থা করে পরিবারের জন্য বাড়তি আরেকটি আয়ের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রাথমিক ভাবে তার যে পুঁজির প্রয়োজন সে ধরণের জমানো টাকা নুরনাহারের কাছে ছিল না। এই অবস্থায় ১৯৯৮ সালে নুরনাহারের নজরে আসে পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ঘাসফুল সমিতির কার্যক্রম। নুরনাহার ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়ে ঘাসফুল থেকে প্রথম দফায় ৭ হাজার টাকা ঋণ নেয়। এর পাশাপাশি ঘাসফুল নুরনাহারকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্নরকমের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই ঋণের টাকা দিয়ে নুরনাহার চট্টগ্রাম সেন্ট্রাল পাজা থেকে চুমকি, পাথর, রং, ডাইস, ব্রাশ, ঘাম, ফোম ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে। এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে শাড়ী, বেড শীট ও থ্রী-পিচ সরবরাহ করত এই সব জিনিসের উপর কারচুপি, ব্লক ও বাটিকের কাজ করে তিনি তাদের কাছ থেকে একটি নিদিষ্ট হারে দাম নিতেন।

ঘাসফুল নুরনাহার এর কর্মচারীরা

প্রথম বারের ৭ হাজার টাকায় ১ বৎসরে তিনি প্রায় ৫০ হাজার টাকা আয় করেন। সারাদিন সংসারের অন্যান্য কাজ শেষ করে সন্ধ্যে হলেই তিনি শুরু করতেন তাঁর বাড়তি আয়ের কাজ। প্রায় মধ্য রাত অবধি, কখনও কখনও প্রায় শেষ রাত অবধি তাকে কাজ করতে হতো সময়মত অর্ডার সাপ্লাইয়ের জন্য। এই ভাবে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি এই ব্যবসাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এনেছেন। গত ৯ বৎসরে তিনি ঘাসফুল থেকে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন এবং সাথে সাথে নিজ হাতে গড়ে তোলা এই ব্যবসাকে ব্যাপকহারে সম্প্রসারণ করেছেন। এখন তিনি নিজেই রকমারী শাড়ী, ওড়না, বেডশীট, ক্রয় করেন এবং বাহারী রকমের ডিজাইনে কারচুপি, হ্যান্ডপেইন্ট, ব্লক-বাটিকের কাজ করে শহরের বড় বড় দোকান, বিভিন্ন মেলা ও শোরুমে পাইকারী হারে বিক্রি করেন। তার ব্যবসার প্রথম অবস্থায় খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করলেও এখন তিনি একজন পাইকারী বিক্রেতা। বর্তমানে তার অধীনে ৪ জন লোক সব সময় কাজ করে এবং এই ৪ জনকে তিনি প্রতিমাসে ৪ হাজার টাকা করে ১৬ হাজার টাকা পারিশ্রমিক বাবদ প্রদান করেন। তবে বিভিন্ন মেলা, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পূর্বে তাকে অনেক সময় ৮-১০ জন লোক পর্যন্ত নিয়োগ করতে হয়। সম্প্রতি চট্টগ্রামে শেষ হয়ে যাওয়া মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মেলায় তিনি নিজেই শাড়ী, বেডশীট, ওড়না, শো-পিস, মোবাইল ব্যাগ, আচার, মটর ভাজা, চিরা ভাজা ইত্যাদি পণ্য সামগ্রীর সমাহারে একটি দোকান সাজিয়ে বসেছিলেন। মেলায় তিনি প্রায় ৩ লক্ষ টাকার পণ্য সামগ্রী বিক্রি করেন। এই ছাড়াও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক শিল্প ও বানিজ্য মেলায় তিনি প্রায় ২ লক্ষ টাকার পণ্য সামগ্রী বিভিন্ন স্টলে সরবরাহ করেছেন। সফল এই উদ্যোক্তাকে তার বর্তমান সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি নিজেকে একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং পাশাপাশি এক জন সফল অভিভাবক হিসাবে দাবী করেন। তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন "মাত্র ৭ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করা আমার ব্যবসায় বর্তমানে অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে মাসিক ১৬ হাজার টাকা শুধু মাত্র কর্মীর পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করছি, যা আমার ব্যবসার সফলতারই নির্দেশক"। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন "আমার পরিকল্পনা হচ্ছে পণ্যসামগ্রী নিয়ে স্থানীয় বাজার অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করা"। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে নুরনাহারের মত উদ্যোক্তাদের আরো ব্যাপকহারে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এই সব উদ্যোক্তাদের দেখে আরো অনেক নারী অনুপ্রাণিত হবে যার মাধ্যমে আমাদের কাঙ্খিত নারী ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়ন সর্বোপরি দেশের সার্বিক উন্নয়ন অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য সংগ্রহ ও অনুলিখন : উন্নয়ন কর্মী, ঘাসফুল

ঘাসফুল এনএফপিই (উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা) স্কুলের কার্যক্রম

দুই শত সত্তর জন এনএফপিই শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন

দরিদ্র ও বঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সাল থেকে ঘাসফুল কর্মএলাকায় এনএফপিই স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ঘাসফুল নিজস্ব অর্থায়নে ও সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৭ টি ওয়ার্ডের ১১ টি সেন্টারে ২২ টি এনএফপিই স্কুল পরিচালনা করছে। ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন এবং পরবর্তীতে শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে সংস্থার শিক্ষা বিভাগ ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে আসছে। এরই অংশ হিসাবে ২০০৩ সালে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের ১ম শ্রেনীতে ভর্তিকৃত ৯ টি ক্লাসের ২৭০ জন ছাত্রছাত্রী ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত ৫ম শ্রেনীর বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারী প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী সকলেই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে সফল ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী এই সব ছাত্রছাত্রীরা যাতে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন ধরনের আর্থিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয় সেই লক্ষ্যে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল সেভিংস পদ্ধতি চালু করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা ১ম থেকে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত স্কুলে প্রতি উপস্থিতির দিনে ১ টাকা করে সঞ্চয় করে। ৫ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা চলাকালীন সময়ে তাদের যে পরিমাণ টাকা জমা হয়, সেই জমাকৃত টাকা তাদের মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচের নিশ্চয়তা বহন করে। ২০০৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী ২৭০জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের হাতে গত ১৬ জানুয়ারী থেকে ২৮ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ১২ দিনে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষার্থীদের জমাকৃত সঞ্চয়ের টাকা সমূহ এবং ৫% মুনাফাসহ মোট ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৪ শত ২ টাকা তুলে দেওয়া হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী এই সব শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ১১৫ জন শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ

" বই জ্ঞানের আধার, নতুন বৎসরে নতুন বই হাতে এলে শিশুদের যেমন অনন্দ লাগে, বই বিতরণের এই অনুষ্ঠানে এসে আমারও শিশুদের মতই খুশী লাগছে"। ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের শিার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম জেলার

শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বছরের বই তুলে দিচ্ছেন অতিথিবৃন্দ

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব নুরুল আমিন চৌধুরী উপরোক্ত কথা গুলো বলেন। ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের ১ম, ৩য় ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিস থেকে ২০০৮ সালের জন্য মোট ৪৬৫ সেট বই সংগ্রহ করা হয়। ঘাসফুল কর্তৃক সংগৃহীত বই সমূহ শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গত ১৩ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে স্থানীয় কদমতলী আলো সিঁড়ি ক্লাবে ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা ও আনুষ্ঠানিক ভাবে বই বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে আলো সিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ শওকত আলী এলাকার এই সব দরিদ্র শিশু কিশোর যারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, তাদেরকে ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য এবং বৎসরের শুরুতেই নতুন বইয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ায় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান। প্রধান অতিথি জনাব নুরুল আমিন চৌধুরী ১ম শ্রেনীর ২জন শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে ঘাসফুল পরিচালিত বই বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক ভালোভাবে পড়ালেখা করে নিজেদেরকে জাতির আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা তাঁর স্বাগত বক্তব্যের পর্যায়ে বলেন ২০০৩ সাল থেকে ঘাসফুল সরকারের জেলা শিক্ষা অফিস থেকে বই সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করে আসছে। ঘাসফুলের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষিকাগণ সহ স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিবাবকবৃন্দের উপস্থিতিতে এবং ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বই বিতরণের কার্যক্রম শেষ হয়।

এনএফপিই স্কুলের নয়টি নতুন ক্লাস চালু

২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে সংস্থার কর্মএলাকার চাহিদা অনুসারে এনএফপিই স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পশ্চিম মাদারবাড়ী এলাকায় ২টি, পোস্তারপাড় এলাকায় ১টি, রঙ্গিপাড়ায় ২টি, বেপারীপাড়ায় ১টি, আবিদারপাড়ায় ১ টি, গোসাইলডাঙ্গায় ১ টি এবং মতিঝর্ণায় ১ টি সহ মোট ৯ টি নতুন এনএফপিই স্কুলের কেন্দ্র চালু করা হয়। নতুন চালুকৃত উক্ত কেন্দ্রগুলোতে ২৭০ জন ১ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

ঘাসফুল ইএসপি সংবাদ

কর্মএলাকার শিশুদের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ঘাসফুল পটিয়া উপজেলার ৪ নং কোলাগাঁও ও ৩ নং শিকলবাহা ইউনিয়নে ব্রাকের সহযোগিতায় ১৫টি স্কুল পরিচালনা করে আসছে। ইএসপি (এডুকেশন সার্পোট প্রোগ্রাম) কর্মসূচীর আওতায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ১ম শ্রেনী থেকে ৩য় শ্রেনী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। ২০০৭ সালে ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের ১৫০ জন শিক্ষার্থী ৩য় শ্রেণীর বার্ষিক পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং সফল ভাবে উত্তীর্ণ হয়। ৩য় শ্রেনী থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে ১৪৪ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেনীতে ভর্তি হয়। এর মধ্যে লাখেরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ৫৩ জন, দ্বীপকালার মোড়ল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫ জন, চাপড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১ জন, কালারপোল অহিদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় ১২ জন, দৌলতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ জন, কাশেমিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮ জন এবং চরকানাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ জন।

মৌলিক সংকটে পৃথিবী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, ইউক্রেন ও কাজাকস্তান গম রপ্তানী প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। উৎপাদন কমে যাওয়ায় অস্ট্রেলিয়া থেকেও আগের মত গম পাওয়া যাচ্ছে না। বাদত্রব্যের বাজারে সরবরাহের এই অরাজক পরিস্থিতি এবং অগ্নিমূল্য বাংলাদেশের মানুষকে বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। টিসিবির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত ১ বছরে মোটা চালের দাম বেড়েছে ৫৬ শতাংশ, সরু চালের ৫৫ শতাংশ, আটার ৮০ শতাংশ, ময়দার ৭৬ শতাংশ, সয়াবিন তেলের ৫৪ শতাংশ এবং মসুর ডালের দাম বেড়েছে ৪০ শতাংশ। শুধু মাত্র বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে চলছে খাদ্য দ্রব্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন কোন দোকান নির্ধারণ করে দিচ্ছে এক জন ক্রেতা সর্বোচ্চ কত প্যাকেট চাল কিনতে পারবে। নিজেদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্রাজিল চাল রপ্তানী বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এসে যায় যেখানে ধনী দেশ গুলো কোটি কোটি ডলার খরচ করে পরমাণু অস্ত্রের মত মানব বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত সেই মুহূর্তে কেন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রাথমিক যে উপাদান সে খাদ্য নিয়ে এত বড় সংকট তৈরী হল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সংশ্লিষ্টরা যে বিষয়গুলিকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হলো- জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উৎপাদন হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীনে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির কারণে চাহিদা বৃদ্ধি, জ্বালানী তেলের দাম বাড়ার কারণে বিকল্প হিসাবে জৈব জ্বালানী উৎপাদন এবং কৃষির উপকরণ যেমন সার, সেচ, বীজ ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি, কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস, উন্নত বিশ্বের কৃষকদের মধ্যে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদনে আগ্রহ বৃদ্ধি, কৃষি প্রধান দেশগুলো শিল্প কারখানার উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়া প্রভৃতি। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশী বিদেশী বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী খাদ্য শস্য রপ্তানী কারক দেশগুলোতে ২০০৭ সালে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ২০০৬ সালের চেয়ে বেশী ছিল, তারপরও কেন বিশ্বব্যাপী এই খাদ্য সংকট? এই সমস্যার কারণ বিশ্লেষন করতে হলে আমাদের গোড়া থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে। গোড়া থেকে বিশ্লেষন করতে গেলে আমরা দেখতে পাবো অন্যান্য কারণগুলোকে ছাপিয়ে ব্যবস্থাপনাই বর্তমান বিশ্বের খাদ্য সংকটের প্রধান কারণ। জাতিসংঘের খাদ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত অলিভার দ্য শুটার সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান বিশ্বের খাদ্য সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই যে বিষয়টিকে দায়ী করেছেন সেটি হলো "খাদ্য নিয়ে বিশ্ব নেতাদের গত দুই দশকের ভুল নীতি"। তাঁর মতে বিশ্ব নেতারা কৃষিতে বিনিয়োগের ব্যাপারটিকে খুব খাটো করে দেখেছেন। তাঁরা খাদ্য শস্য উৎপাদনের ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সমর্থন না দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু রপ্তানীযোগ্য কৃষিজ উৎপাদনে সহায়তা করেছে। আশির দশকে যেখানে কৃষিতে বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছিল ৩০ শতাংশ, গত বছর সেটা কমে ১২ শতাংশে নেমে আসে। খাদ্যের দাম বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে আরো অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণের উপর তিনি বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন সেটি হলো প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ। উন্নত বিশ্বগুলো শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকৃতিকে বিষিয়ে তুলেছেন। এতে বাড়ছে তাপমাত্রা, সৃষ্টি হচ্ছে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যা সারা বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। শুটার উন্নয়নশীল বিশ্বের কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে উন্নত বিশ্বের কৃষিতে ভূর্তকি দেওয়ার প্রবণতাকে লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেন এবং সাথে সাথে মনসান্টো বা ডো কেমিক্যালসের মতো বৃহৎ মার্কিন খামারে যে ভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের কৃষির জন্য বীজের পেটেন্ট করা হচ্ছে তার সমালোচনা করেন। এত কিছুর পরও শেষ পর্যন্ত তিনি আশার কথাই শোনাচ্ছেন। তাঁর মতে খাদ্য খাদ্য সংকট কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। এটা কোনো ভূমিকম্পও নয়। এটি সম্পূর্ণ মানুষের তৈরী। আর কী কী কারণে এই খাদ্য সংকট তাও মানুষ জানে। আগামী দিনের জন্য একটি সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা গেলে এবং আগামী মৌসুমে খাদ্যশস্য উৎপাদন ভালো হলে দুর্ভিক্ষ এড়ানো যাবে বলে তিনি আশাবাদী। শুটারের এই পরিকল্পনা থেকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতও বাইরে বলে বিবেচনা করা যাবেনা। এই দেশের ১৫ কোটি জনগণকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আমাদেরকেও জাতীয়ভাবে সমন্বিত কৃষি বান্ধব নীতি গ্রহণ করতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সকলেই এক মত হয়েছেন যে শুধু মাত্র টাকা থাকলেই আগামী দিনে খাদ্য ঘাটতি মেটানো যাবেনা। খাদ্যে 'স্বনির্ভরতার' বদলে 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা' অর্জনের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হতে দেশের খাদ্য চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বাংলাদেশের জন্য অসম্ভব কোন বিষয় নয় অতীতে এই বিষয়টি অনেকবার প্রমাণিত হইয়াছে। বর্তমানে ও এমন আভাস পাওয়া যায়। সার ও সেচের মূল্যবৃদ্ধিসহ অন্যান্য অনেক সীমাবদ্ধতা সত্বেও এবারের বোরো উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াইয়া যাবে বলে আশা করা যায়। সময়মতো প্রয়োজনীয় অর্থ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা গেলে এবং জাতীয় ভাবে একটি কৃষি বান্ধব নীতি অনুসরণ করা গেলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে আমাদের খুব বেশী দেরী হবেনা। একটি কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য খাদ্যের এই সংকটময় মুহূর্তে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে বিশেষ ভাবে ভূমিকা পালন করিতে হইবে। উন্নয়ন সংস্থাগুলির রয়েছে দেশের প্রান্তিক কৃষকদের নিয়ে কাজ করার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এনজিও সমূহ যদি যথাযথ ভূমিকা পালন না করে এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে এই দেশের এক জন মানুষও যদি মৃত্যু বরণ করেন তবে এনজিও সমূহ কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য সকল কর্মকান্ড নিষ্ফল হয়ে যাবে। কারণ জীবন যাত্রার উন্নয়নের জন্য সকল সূচকই ব্যর্থ প্রমাণিত হবে যদিনা মানুষের আদিও মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা না যায়।

(তথ্যসূত্র: দেশী-বিদেশী পত্রিকা এবং ইন্টারনেট)

এক নজরে পিকেএসএফ তহবিল

২০০৪ সালে ঘাসফুল পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসাবে নিবন্ধীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সাল থেকে ঘাসফুল পিকেএসএফ হতে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করে আসছে। নিম্নে ৩১ মার্চ ২০০৮' তারিখ পর্যন্ত ঘাসফুল কর্তৃক পিকেএসএফ থেকে গৃহীত অর্থ ও ফেরতকৃত অর্থ এবং সার্ভিস চার্জ ও স্থিতির পরিমাণ (টাকায়) দেয়া হল।

বিষয়	প্রাপ্তি (আসল)			পরিশোধ (আসল)			সার্ভিস চার্জ প্রদান"৩১ মার্চ ২০০৮" পর্যন্ত	স্থিতি "৩১ মার্চ ২০০৮" পর্যন্ত
	৩১ডিসেম্বর ০৭ইং	জানু-মার্চ ০৮ইং	মোট	৩১ডিসেম্বর ০৭ইং	জানু-মার্চ ০৮ইং	মোট		
গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ	১১৬০০০০০	৪০০০০০০	১৬৬০০০০০	২৪০০০০০	৯২০০০০	৩৩২০০০০	৫০৮৭২৪	১২২৮০০০০
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	৩০০০০০০০	৫০০০০০০	৩৫০০০০০০	৩৩০০০০০	১৮৫০০০০	৫১৫০০০০	৯২৪১৮৭	২৯৮৫০০০০
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	২১০০০০০০	৪০০০০০০	২৫০০০০০০	৬০০০০০	১১০০০০০	১৭০০০০০	৪২৭৯৫০	২৩৩০০০০০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	৪০০০০০০	--	৪০০০০০০	---	২০০০০০০	২০০০০০০	২০০০০	২০০০০০০
অতি দরিদ্র	৫০০০০০	--	৫০০০০০	---	--	--	--	৫০০০০০
মোট	৬৭১০০০০০	১৫০০০০০০	৮০১০০০০০	৩৩০০০০০	৫৮৭০০০০	১২১৭০০০০	১৮৮০৮৯১	৬৭৯৩০০০০

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল পটিয়া সদর শাখার মৃত সদস্যা হাসিনা বেগম-এর নমিনী মোঃ নাজীম উদ্দিনকে বীমা দাবী পরিশোধ করা হচ্ছে

সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে ঘাসফুল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুশাসন, আইনি সহায়তা ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সদস্যের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে সদস্যের পরিবার যেন আর্থিক দৈন্যদশার স্বীকার না হন সে লক্ষ্যে ঘাসফুল ২০০৪ সাল ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি চালু করে। কোন উপকারভোগী সদস্য ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে উক্ত সদস্যের অপরিশোধিত সকল ঋণের কিস্তি সংস্থার বীমা তহবিল হতে বীমা দাবী হিসাবে পরিশোধ করা হয়। সেই সাথে সদস্যের জমাকৃত সঞ্চয় প্রত্যাহার ফি ছাড়া তাঁর মনোনীত নমিনীকে ফেরত দেয়া হয়। গত (জানুয়রী-মার্চ ২০০৮) মেয়াদে সংস্থার মাদারবাড়ী ১ শাখার ২ জন, মাদারবাড়ী- ২ শাখার ১ জন, মাদারবাড়ী- ৩ শাখার ১ জন, মাদারবাড়ী ৪ শাখার ২ জন, মধ্যম হালিশহর শাখার ২ জন, মাদারবাড়ী-৬ শাখার ২ জন, পটিয়া সদর শাখার ২ জন, চৌধুরী হাট শাখার ১ জন, বহদ্দার হাট শাখার ১ জন, অক্সিজেন শাখার ১ জন সহ মোট ১৫ জন সদস্য মৃত্যুবরণ করে। মৃত সদস্যদের বিপরীতে সংস্থার বীমা তহবিল হতে মোট ৭৬ হাজার ৭ শত টাকা বীমা দাবী হিসাবে পরিশোধ করা হয় এবং মৃত সদস্যদের সঞ্চয়কৃত মোট ৯৫ হাজার ৮২ টাকা মনোনীত নমিনীদের বরাবর ফেরত দেওয়া হয়।

স্নেহের পাতা

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮

ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে চিকিৎসা শিবির সম্পন্ন

গত জুন ২০০৭ সাল থেকে ডি.নেটের সহায়তায় ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র হাটহাজারী উপজেলার জনগনের জীবন যাত্রার মানউন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম তথ্য সেবা প্রদান করে আসছে। এই সব তথ্য সেবার মাধ্যমে এলাকার জনগন বিভিন্ন ভাবে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। শুধু মাত্র অধিকার সচেতনতাই নয় পল্লী তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় জনগন নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত পরামর্শ পেয়ে আসছে। এলাকার জনগনকে আরো ব্যাপক হারে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে গত ১৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে দিনব্যাপী চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের অর্ন্তগত মনসুরাবাদ কলোনী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সচেতনতামুলক ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে চিকিৎসা শিবিরের কার্যক্রম শুরু হয়। ঘাসফুল মেডিকেল অফিসার ডা: শহীদুল ইসলাম পারভেজ ও ডা: শর্মিলা বড়ুয়া ক্যাম্পে আগত রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ প্রদান করেন। প্রায় ৩০০ শতাধিক রোগী ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ গ্রহণ করেন। চিকিৎসা শিবির চলাকালীন সময়ে ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মির্জাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মালেক নুরী, ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোঃ জুলফিকার আলী, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুমন বড়ুয়া। সভায় বক্তারা ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত এই চিকিৎসা শিবির এলাকার সর্বসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আলোচনা সভায় ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম সহ ঘাসফুলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসা শিবিরে আগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডা: শর্মিলা বড়ুয়া এবং আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী

ঘাসফুল বার্তার সম্মানিত উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবীর চৌধুরী শিমুল

জন্মনিবন্ধন সনদ পত্র বিতরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত দেশের শতভাগ জনগনকে জন্মনিবন্ধনের আওতায় আনার কর্মসূচীর অংশ হিসাবে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার ৪ নং কোলাগাঁও ইউনিয়নে ২০০৭ সালের জুলাই মাস থেকে ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে জন্মনিবন্ধনের কার্যক্রম চলছে। ঘাসফুল পরিচালিত ইএসপি স্কুলের ১৫জন শিক্ষক ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। সংগ্রহকৃত তথ্য সমূহের যথাযথভাবে যাচাই বাছাইয়ের পর প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি করে জন্মনিবন্ধন সনদ পত্র তৈরী করা হয়। ইউনিয়নের প্রায় ৩০ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ জনগণ এরই মধ্যে জন্মনিবন্ধনের আওতায় এসেছে। গত ২৬ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে নিবন্ধনকৃত জনগনের মাঝে জন্মনিবন্ধন সনদ পত্র বিতরণ উপলক্ষ্যে ৪ নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ নুর আলী চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জনাব মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকার এবং ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সদস্য ও মহিলা সদস্যবৃন্দ। সভায় বক্তারা জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম এর শতভাগ সফলতার জন্য জনগনকে আরো ব্যাপক হারে সচেতন হয়ে উঠার আহ্বান জানান। কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ নুর আলী চৌধুরী জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম সফল ভাবে পরিচালনার জন্য এলাকাবাসী ও এলাকায় কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আলোচনা সভা শেষে সভার প্রধান অতিথি স্থানীয় চেয়ারম্যানের হাতে জন্মনিবন্ধন সনদ পত্র তুলে দিয়ে সনদ পত্র বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। পরে স্থানীয় জনগণ চেয়ারম্যান ও প্রধান অতিথির হাত থেকে সনদপত্র গ্রহণ করেন। ২৬ জানুয়ারী থেকে ২৮ জানুয়ারী পর্যন্ত ২ দিন ব্যাপী সনদ পত্র বিতরণের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০ ফোন : ৭১৪৫১৯, ফ্যাক্স : ২৫১০৩২৯, মোবাইল : ০১১৯৯-৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@spnetctg.com ওয়েবসাইট : www.ghashful.org